তুচ্ছ, কারণ মহাভাগবত শ্রীশিবের নিন্দাজনিত অপরাধটি দশটি নামাপরাধের মধ্যে মুখ্য অপরাধ বলিয়া গণিত। শ্রীমহাদেব যে পরম ভাগবত এ বিষয়ে চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীধ্রুব চরিত্রে ১১।৩৩ শ্লোকে "হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্।" অর্থাৎ হে বৎস্য! তুমি মহাদেবের ভ্রাতা (সখা) কুবেরের প্রচুরতর অবজ্ঞা করিয়াছ; যেহেতু ভ্রাতৃহত্যাকারী বোধে বহুল যক্ষগণকে বিনাশ করিয়াছ। স্বায়ম্ভুব মনু-কথিত এই রীতি অনুসারে নিশ্চয় যে, শ্রীমহাদেবের সখা বলিয়া কুবেরের নিকট অপরাধও বৈষ্ণবাপরাধ মধ্যে গণনা করিয়াই ভগবদ্ভক্তস্বভাবসমুচিত সর্ব্ববিষয়ক বিনয় এবং পুনঃপুনঃ বার ভক্তিলাভে অভিলাষী হইয়া শ্রীধ্রুব মহাশয়ও কুবেরের নিকট হইতে ভগদ্ভক্তি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—এইরূপ চতুর্থ স্কন্ধের অভিপ্রায়। এস্থানের উদ্দেশ্য এই যে, মহাভাগবতোত্তম শ্রীমহাদেবের সহিত কুবেরের বন্ধুত্ব-জন্য তাহারও ভাগবতত্ব স্বীকার করিয়াই তাহার নিকটে কৃত অপরাধ বৈষ্ণবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই কুবেরের নিকটে শ্রীধ্রুব মহাশয় অত্যন্ত বিনীতভাবে পুনঃপুনঃ বার ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবানের উক্তি আছে যে—যে জন একান্তভাবে আমাকে নিত্য অর্চ্চন করে অথচ মহাদেবকে নিন্দা করে, সে জন নিশ্চয়ই নরকগামী হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতু-চরিত্রেও সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেব সাধারণ প্রাণীমাত্রেরই অবমান করা অত্যন্ত নিন্দিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি সাধারণ প্রাণীর নিন্দামাত্রই এত দোষাবহ হয়, তবে মহাভাগবতোত্তম শ্রীশিবের নিন্দা যে কত দোষাবহ, তাহা বর্ণনাতীত। ৩।২৯।২১ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি যথা—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্য কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥"

অর্থাৎ, আমি সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অবস্থিত আছি; সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে মানুষ আমার প্রতিমাতে অর্চ্চনা করে, সেই মানুষ আমার প্রতি অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। এস্থানে "ভূতেষু বলিতে বক্ষ্যমান রীতি অনুসারে অপ্রাণী-জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানেই যাহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত জীবকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অপ্রাণি-জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তমধ্যে কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে আমাকেই অবজ্ঞা করা হয়। কারণ ঐ সমুদয় জীবমধ্যেই অন্তর্য্যামী ভাবে আমি বিদ্যমান আছি। অতএব, সেই সকলের প্রতি